যুগান্তর

তারিখ 13 JUN 2017
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

প্রশ্ন ফাঁসের ধারা কি চলতেই থাকবে?

আশিষ কুমার সিকদার

দেশের উচ্চশিক্ষিত বেকারদের প্রায় প্রত্যেকেরই প্রথম স্বপ্ন বিসিএস ক্যাডার হওয়া। এই নিয়োগের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি)। বর্তমানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে গেজেটভুক্ত ক্যাডারের সংখ্যা ২৭। বিসিএসের পরই চাকরিপ্রার্থীদের লক্ষ্য থাকে ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা হওয়ার। সরকারি ব্যাংক এর অন্যতম একটি। আগে পরীক্ষার উচ্চ ফি'র কারণে সবসময় বেকারদের আবেদন করা সম্ভব হতো না। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অনেক দিনের দাবি ছিল পরীক্ষার ফি তুলে নেয়ার। এ দাবি কিছুটা পূরণ হয় ব্যাংকগুলোয় পরীক্ষার ফি বাতিলের মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে এটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু এখন দেখা দিয়েছে অন্য বিপত্তি। পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন পাওয়া যাচ্ছে উত্তরসহ এবং তা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। শেয়ারইট বা ব্লুটুথের মাধ্যমে তা সহজেই বিনিময় হচ্ছে ফোনে ফোনে।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের খবর। এরই ধারাবাহিকতায় এসেছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরও। ১৩ মে অনুষ্ঠিত ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরিক্ষার উচ্চতর গণিত ২য় পত্র পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস এবং পরীক্ষার হলের সামনে পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্ন সমাধানের জন্য ভিড় নিয়ে 'পরীক্ষার আগে প্রশ্নের সমাধানের আসর' শিরোনামে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত

হয় সংবাদপত্রে। যেখানে মোবাইলের স্ক্রিনে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের ছবিও দেখা যায়। এরপর গত ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের ভিত্তিতে ২২ এপ্রিল প্রতিবেদন প্রকাশ করে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক। ইডেন কলেজে পরীক্ষা দেয়া এক ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়, যিনি স্বীকার করেন পরীক্ষা শুরুর ২০-২৫ মিনিট আগেই তিনি প্রশ্নপত্র পেয়েছিলেন। তবে এ পরীক্ষা নেয়ার দায়িত্বে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ফরিদ উদ্দিন আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সত্য নয়।' বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগেরও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছিল। জনতা ব্যাংকের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও তারা কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। ফলে নিয়োগের সব কার্যক্রমের ওপর হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। ফলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা ভোগান্তিতে পড়েছেন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত সব ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষা এখন ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে হচ্ছে।

প্রশ্ন হল, এভাবে চলতে থাকলে পিএসসি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর ওপর জনগণের আস্থা কি অব্যাহত থাকবে? প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা থেকে শুরু করে চাকরির বাজার পর্যন্ত ধেয়ে আসা প্রশ্ন ফাঁসের ধারা কি চলতেই থাকবে?

আশিষ কুমার সিকদার : *শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
ashishsikder440@gmail.com